অফিসে জোহরের নামাজ আদায় করে মাত্র চেয়ারে এসে বসলাম, হঠাৎ কানে আসছে কেউ যেন আমাকে জোরে জোরে ডাকছেন ফারুক সাহেব, ফারুক সাহেব, এবার পিয়নকে বলছে ফারুক সাহেব কে? ফারুক সাহেব আছেন অফিসে? তাকে বলো আমি........এসেছি।আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম কে এতো জোরে জোরে ডাকছে, ডাকটা কর্কশ এবং রুক্ষ হওয়ায় বিরক্তও লাগছে শুনতে। কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখলাম একজন হ্যাংলা পাতলা, লিকলিকে, বেশ রাশভারী স্বভাবের লোক বসে আছেন, যাকে কয়েকদিন আগে আমাদের সিইও স্যারের রুমে দেখেছিলাম। স্যারের কাছে শুনেছিলাম অফিসের এডমিনে সদ্য এলপিআরে যাওয়া একজন ডিফেন্সের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পরিচালক পদে জয়েন করবেন। উনি সেই লোক। তিনি কোথায় বসবেন, কিভাবে বসবেন, এসব আগে ভাগে দেখতে এসেছেন। আমাদের স্যার আমার সাথে দেখা করতে বলেছেন তাই উনি আমাকে এভাবে ডাকছেন। ডিফেন্সে যারা চাকুরী করেন তাঁরা রিটায়ার্ড করলেও আগের সেই ভাব, তেজ, পাওয়ার নিয়েই চলার চেষ্টা করেন, মনে করেন এখনো উনারা সেই আগের চেয়ারে বসে আছেন। যাই হোক লোকটি আমার আগা গোড়ায় তাকালেন আর কেমন জানি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। মনে হলো আমাকে তিনি জিএম হিসেবে মানতে পারছেন না। নামাজ পড়ে আসার কারণে প্যান্টটা নিচে একটু ভাঁজ করা, ঐরকম স্যুটেট বুটেট কেউ না, তাই হয়তো মানতে কষ্ট হচ্ছিলো উনার।

কারণ এই সেক্টরের লোক গুলো ডিসিপ্লিন, পরিপাটি ভাবে চলা, আসতে যেতে সিপাহীদের স্যালুট আর স্যার, স্যার এসবে অভ্যস্ত থাকে, তাই সাধারণদের সাথে একটু তফাৎ থেকেই যায় সবসময়। যাইহোক লোকটিকে আমার ভালো লাগেনি মোটেও, আমি ধরেই নিয়েছি যে এখানে আমার দ্বারা বেশিদিন কাজ করা হবে না। আমি কাজ পাগল লোক, কাজ করতে ভালোবাসি, কারনে- অকারনে স্যার, স্যার করা, বসদের তোষামোদি করা, বসদের ধমকাধমকি শোনা এগুলো আমার ধাঁচে নেই। ভদ্রলোক যথারীতি জয়েন করলেন আমাদের অফিসে, কাজের খাতিরে উনার সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা, সম্পৃক্ততা বাড়তেই থাকলো। ধীরে ধীরে লোকটিকে আমার ভালো লাগতে শুরু করলো, কাজের বাহিরেও দু'জনের মধ্যে একধরনের ভালো সম্পর্ক তৈরী হলো এবং একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা অনুভব করলাম। এই কোম্পানী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় স্যার আমার রুমে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন সবকিছু মিলিয়ে আপনাকেই আমার অনেক ভালো লেগেছে, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, সহযোগিতা পেয়েছি। আপনি কেনো এখানে পড়ে আছেন? আপনারতো আরো ভালো কোন জায়গায় থাকার দরকার ছিলো? স্যারের কথা গুলো শুনে আমার চোখে পানি এসেছিলো সেদিন। প্রশংসা করেছে এজন্য নয়, অল্প দিনে হলেও আমার প্রতি স্যারের আস্থা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা দেখে। পরিশেষে এইটুকু বুঝলাম এবং শিখলাম যে, কোন মানুষকেই বাহিরে থেকে পুরোপুরি বোঝা যায় না, বাহ্যিক অবয়ব/প্রকাশটা বা রাগী রাগী ভাবটাই আসল নয়, কঠিণ রাগী মানুষের ভিতরেও একটি মায়া-মমতা, ভালোবাসা সম্বিলিত অন্য একটি মানুষ বাস করে।